১৫ আগষ্ট ও কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম। আরো কিছু তথ্য।

১৫ আগষ্ট ও কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম লেখাটি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর বেশ কিছু মতামত (বিশেষ করে, অমি রহমান পিয়াল'এর) এবং একটি প্রতিবেদন (সোহেল হামিদ'এর) প্রকাশিত হয়েছে। সঠিক ইতিহাসের স্বার্থেই এইসব মতামতের বা প্রতিবেদনের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজনীতা মনে করছি। দয়া করে এই ব্যাখ্যা'কে কেউ কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম'কে ডিফেন্ড করার প্রচেষ্টা বলে মনে করবেন না।

আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে তাজউদ্দীন আহমেদ যেমন সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের মাইলফলক; তেমনি সামরিক ব্যাক্তিত্বের মধ্যে আত্মত্যাগ, সাহস এবং দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে, কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম' আর এক মাইলফলক। কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম'কে ডিফেন্ড করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

অমি রহমান পিয়াল' দাবী করেছিলেন যে শাফায়াত জামিল, জিয়াউর রহমানের সাথে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন এবং তার একমাত্র যুক্তি (প্রমান নয়), এই জন্যই ৩রা নভেম্বরের চেইন অফ কমান্ড পূনপ্রতিষ্ঠার অভূথ্যানে'র সাথে জড়িতদের মধ্যে শুধু তিনি প্রানে বেঁচে গিয়েছিলেন! মুক্তিযূদ্ধ ও পরর্বতী ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ সকলেই জানেন যে এই যুক্তি কতটা দূব্বল এবং সর্ম্পূন ভিত্তিহন।

৩রা নভেম্বরের চেইন অফ কমান্ড পূনপ্রতিষ্ঠার অভূথ্যানে'র সাথে জড়িত সকলেই যে নিহত হয়েছিলেন বলে অমি রহমান পিয়াল, যে দাবী করেছিলেন তা সর্ম্পূন ভূল। ৩রা নভেম্বরের চেইন অফ কমান্ড পূনপ্রতিষ্ঠার অভূথ্যানে'র সাথে জড়িত; কর্নেল মালেক (পরর্বতীতে ঢাকার মেয়র), কর্নেল জাফর ইমাম (পরর্বতীতে মন্ত্রী), কর্নেল গাফফার (পরর্বতীতে মন্ত্রী), মেজর ইকবাল (পরর্বতীতে মন্ত্রী), মেজর হাফিজ (পরর্বতীতে মন্ত্রী), ক্যাপ্টেন তাজ (র্বতমান প্রতিমন্ত্রী), মেজর মুসা (সিগন্যালস, পরর্বতীতে ব্রিগেডিয়ার), মেজর নাসির (যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা'র লেখক), ক্যাপ্টেন দিদার, ক্যাপ্টেন নজরুল(র্বতমানে কর্নেল নজরুল অবঃ এম, পি), কেউই নিহত হন নাই। ৭ নভেম্বর ভোরে খালেদ মোশাররফ যদি শেরে বাংলা নগরে অবস্থানরত ১০ বেঙ্গলে না গিয়ে, কর্নেল মালেকের সাথে ঢাকা ত্যাগ করতেন তা হলে তিনিও বেঁচে যেতেন এবং কর্নেল হুদা এবং হায়দার অযথা নিহত হতেন না। তাই অমি রহমান পিয়াল'এর দাবী যে কত দূব্বল এবং তথ্যর্নিভর নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, শাফায়াত জামিল ১০ মে ১৯৭১, তৃতীয় বেঙ্গলের দ্বায়িত্ব পাওয়ার পর জিয়াউর রহমানের জেড ফোর্স এর অধীনে প্রথমে রৌমারী অঞ্চলে এবং পরে সিলেট অঞ্চলে যূদ্ধ করেন। শাফায়াত জামিল এবং জিয়াউর রহমানের মধ্যে সেই সময়ে ভাল সর্ম্পক তৈরী হয়, এর বেশী কিছু নয়।

শাফায়াত জামিল যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া কখনই হত্যাকান্ডে বিশ্বাস করতেন না। ১৯৭১ সালের মার্চে ব্রাম্মনবাড়িয়ায় বিদ্রোহের সময় ৪ বেঙ্গলের সিইও কর্নেল খিজির হায়াত সহ অন্য পাকিস্তানী অফিসারদের বন্দী করলেও হত্যা করেন নাই। যেমন হত্যা করেন নাই ৩রা নভেম্বরে জিয়াউওর রহমানকে বা খন্দকার মোশতাককে। শাফায়াত জামিলের জীবনে, অন্যায়ের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করা ছিল যেমন ন্যায় সঙ্গত, তেমনি নিজের হাতে আইন তুলে নেয়াও ছিল চরম অন্যায়। যা তিনি একজীবনে অনেক বার প্রমান করেছেন।

৭ নভেম্বর সকালেই সদ্যমুক্ত জেনারেল জিয়া বুঝতে পারেন তার এখন প্রধান প্রতিদ্দন্ধী, সিপাহী বিদ্রোহের নেতা, কর্নেল তাহের। প্রাক্তন সেনা গোয়েন্দা অফিসার জিয়াউর রহমান অন্য সবার চেয়ে ভাল করেই জানতেন যে, প্রচন্ড সাহসী এবং দক্ষ্য অফিসার শাফায়াত জামিলের, ক্ষমতার লোভ ছিল না বা ভবিষতেও ক্ষমতার দন্ধে লিপ্ত হবেন না; এবং শাফায়াত জামিল কখনোই হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না।

এছাড়াও শাফায়াত জামিলের মৃত্যুদন্ড বাতিলের অন্যতম কারন হলো,৭৫ এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট গুলির মধ্যে শাফায়াত জামিলের খুবই গ্রহনযোগ্যতা এবং সুনাম ছিল। ৭ নভেম্বরের পরর্বতী সময়ে ব্রাম্মনবাড়িয়ায় অবস্থিত ৪ বেঙ্গল্’ শাফায়াত জামিলের মৃত্যুদন্ড বাতিলের দাবী জানায় এবং অন্যথায় ব্রাম্মনবাড়িয়া থেকে ঢাকা’র দিকে মূভ করার হুমকি দেয় এবং জিয়ার উপর চাপ সৃষ্টী করে।

৭ নভেম্বরের পর, ইনফ্যান্ট্রি অফিসার জিয়াউর রহমানের শক্তির ভরকেন্দ্র ছিল এই ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট’গুলি। দুরদৃষ্টি সম্পন্ন জেনারেল জিয়া জানতেন যে, একদিন এই ইনফ্যান্ট্রি দিয়েই তাকে ট্যাঙ্ক এবং আর্টিলারি বাহিনীর মোকাবিলা করতে হবে। যা ১৯৭৭ সালে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট এ ট্যাংক বাহিনীর বিদ্রোহের সময় সত্য বলে প্রমানিত হয়।

তাই ৩রা নভেম্বরের অভুথ্যান র্বাথ্য হয়ে গেলে, সবদিক বিবেচনায় শাফায়াত জামিল’কে ফাঁসিতে ঝুলানোর আর কোন প্রয়োজন ছিল না। জিয়াউর রহমান’এর এই সিদ্ধান্ত যে কত সঠিক ছিল, তা শাফায়াত জামিলের ৭৫ পরর্বতী জীবন প্রমান করে। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শাফায়াত জামিল নিভৃত জীবনযাপন করে গ্যাছেন।

সোহেল হামিদ (প্রয়াত লেঃ কর্নেল হামিদের পুত্র) তার প্রতিবেদনে অভিযোগ করেছেন যে, আমার দেওয়া "সব তথ্য বিশেদ্গারমূলক, অশালীন ও বানোয়াট"! বস্তুত, লেঃ কর্নেল হামিদ সম্পর্কে আমি কোন বিশেদ্গার করি নাই, দেরিতে হলেও, শুধু সত্য কথাই লিখেছি।

সোহেল হামিদ আরও জানতে চেয়েছেন, এতদিন পরে কি উদ্দেশ্যে আমি এই প্রসংগে লিখছি? সোহেল হামিদ' এর হয়ত জানা নেই, আমিই প্রয়াত জহির রায়হান এর নিখোজ হবার প্রায় চল্লিশ বছর পর সেই রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলাম আমার গবেষনার মাধ্যমে, আর লিখেছিলাম ৭ নভেম্বরে নিহত কর্নেল এ, টি, এম হায়দার, বীর উত্তমের উপর, যা জনকণ্ঠ পত্রিকায় এবং পৃথিবীর অনেক দেশের বাংলা ওয়েবসাইটে প্রায় দুই বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই আমার লেখা, 'হটাৎ করে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে লেখা নয়'।"বেটার লেইট দ্যান নেভার" বলে একটা কথা আছে।

প্রয়াত লেঃ কর্নেল হামিদ'ই প্রধানতম সামরিক ব্যাক্তিত্ব, যিনি কর্নেল শাফায়াত জামিল'কে বিতর্কিত এবং হেয় করার চেষ্টা করেছেন তার লেখনীর মাধ্যমে। তাই আমি শুধু কর্নেল হামিদ''এর বক্তব্যের 'উদ্দেশ্য এবং র্নিভরযোগ্যতা' খুজে বের করার চেষ্টা করেছি মাত্র। বিশেদ্গার করার ইচ্ছা থাকলে আরো অনেক তথ্যই দিতে পারতাম। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হলো, আমার কোন তথ্য'ই অশালীন বা বানোয়াট নয়। আমি সব তথ্যের সূত্র দিয়েছি, যাদের কথা লিখেছি, তারা অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। পাঠক, প্রয়োজনে পরখ করে নিতে পারেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট এবং সমগ্র ঢাকার সাব্বিক অবস্থাঃ সেই সময় বাকশালের গর্ভনরদের ট্রেনিং চলছিল এবং সেই কারনেই সেই দিন বাকশালের গর্ভনরদের প্রায় সবাই ঢাকায় ছিলেন। সেই সাথে ঢাকা শহরের আওয়ামি ও ছাত্রলীগের হাজার হাজার নিবেদিতপ্রান নেতা র্কমী ছিলেন। কিন্তু সেই দিন সাহসী নেতৃত্বের অভাবে হত্যাকান্ডের পর ঢাকা শহরে একজন বঙ্গবন্ধুর সর্মথক'ও রাস্তায় নামতে সাহস পান নাই।

আমাদের সামনের বাসায় (৩৪৪ এলিফেন্ট রোড) থাকতেন মাদারিপুর/শরিয়তপুর'এর বাকশাল এর গর্ভনর আবিদুর রেজা খান। আমি নিজের চোখে দেখেছি তাদের প্রতিক্রিয়া। সেই মূহুর্তে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, ঢাকা ছেড়ে তার শক্ত ঘাটি টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ফেনীর বাকশাল এর গর্ভনর শ্রদ্ধেয় জননেতা প্রয়াত খাজা আহমেদ, জয়নাল হাজারী'কে ফোন করে শুভপুর ব্রিজের কাছে অবস্থান নিতে বলেন (সূত্রঃ 'সাপ্তাহিক আজকের সূর্যোদয়')।

সেইদিন অভূথ্যানের বিপক্ষে সেনাবাহিনী বা রক্ষী বাহিনী'র পক্ষ থেকে একটি গুলিও ছোড়া হয় নাই। তিন ঊর্ধতন অফিসার সফিউল্লাহ, জিয়া আর খালেদ কোন নির্দেশ দেন নাই। এই ছিল, সেই দিনের বাস্তবতা। সেই অবস্থায় শাফায়াত জামিল একা এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় কি করতে পারতেন? ৪৬ ব্রিগেডে কিছু সৈনিকদের মধ্যে (২ ফিল্ড আর্টিলারীর) উল্লাস প্রকাশ, বঙ্গবন্ধুর ফটো ভাংচুর এবং সেই পরিস্থীতিতে শাফায়াত জামিল'এর একার পক্ষে এককভাবে কিছু করনীয় কি এতই সোজা ছিল?

প্রয়াত লেঃ কর্নেল হামিদ বার বার কর্নেল শাফায়াত জামিল'কে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিগেড' এর অধিনায়ক বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছেন এবং প্রথমিক ভাবে সফলও হয়েছেন। কর্নেল হামিদ খুব ভাল করেই জানতেন যে, 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিগেড' মানে এই ব্রিগেড প্রথাগতভাবে কোন ডিভিশনের অধীনে ন্যাস্ত না থেকে সরাসরি সেনাসদরের অধীনে থাকে। এই ব্রিগেড কমান্ডার ইচ্ছা করলেই ব্রিগেড নিয়ে বেড়িয়ে পড়তে পারেন না।

১৫ আগষ্ট সকালে তদানীন্তন আর্মি চিফ জেনারেল সফিউল্লাহ ছিলেন বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি; তদানীন্তন আর্মি ডেপুটি চিফ জিয়া'র অবস্থান ছিল, ধরি মাছ, না ছুই পানি! একইসাথে ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসার ও সৈনিক'দের মধ্যে কয়েকজন বাদে প্রায় সকলেই এই অভ্যুথানের পক্ষে ছিলেন। সেই মূহুর্তে সেনাবাহিনীতে' কে শত্রু, কে মিত্র তা সত্যি বুঝার কোন উপায় ছিল না। ধীর-স্থির ও সবচেয়ে কুশলী বলে সমাধিক পরিচিত, সি জি এস, খালেদ মোশাররফের ভাষায়ও সেই দিনের পরিস্থিতি ছিল 'সর্ম্পূন ঘোলাটে'। সেই অবস্থায় কর্নেল শাফায়াত জামিল'কে সেনা সদর থেকে যে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় নাই তা সংস্লিষ্ট সবার ভাষ্যেই (লেঃ কর্নেল হামিদ এবং অথর্ব্ব সফিউল্লাহ ব্যাতীত) প্রমানিত হয়েছে। জেনারেল সফিউল্লাহ যে নিজের ব্যার্থতা ঢাকার চেষ্টায়, কর্নেল শাফায়াত জামিল'কে দোষারোপ করেছেন তা দিবালোকের মতই পরিস্কার।

'১৫ আগষ্টে কর্নেল শাফায়াত জামিল উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন' বলে লেঃ কর্নেল হামিদ যে দাবী করেছেন, তার প্রমান কোন খানেই নেই! সেই দিন ৪৬ ব্রিগেডে র্কমরত এবং অবস্থানরত কেউ, এই ধরনের কথা কখনো শুনেছেন বলে উল্লেখ করেন নাই। এই তথ্য প্রয়াত লেঃ কর্নেল হামিদ এর উর্ব্বর মস্তিস্কের (!) কল্পনার ফসল ব্যাতীত আর কিছুই নয়। ১৫ আগষ্টের পরর্বতী দিনগুলিতে কর্নেল শাফায়াত জামিল'এর খুনীদের বিরূদ্ধে অনমনীয় অবস্থান এবং কার্যকলাপই এর বিরূদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমান। সবাই যখন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, সেই অবস্থায় কর্নেল শাফায়াত জামিল জীবনের ঝুকি নিয়ে পরদিন ১৬ আগষ্ট তোফায়েল আহমেদ এর সাথে দেখা করেন এবং রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা চান। কর্নেল শাফায়াত জামিল শুধু মাত্র সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন।

কর্নেল শাফায়াত জামিল আমাদের দেশের সবচেয়ে সাহসী সন্তানদের একজন। জীবিত অবস্থায় তার কোন মূল্যায়ন হয় নাই, যদিও র্বতমান সরকারের অনেকেরই (তার ঘনিষ্ঠ) উচিত ছিল তার ত্যাগের মূল্যায়ন করা। লেখাটি প্রকাশিত হবার আমি সিডনী থেকে ফোনে পূর্বপরিচিত কয়েকজন সংসদ সদস্যকে এই অনুরোধ করেছিলাম।

আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, 'কর্নেল শাফায়াত জামিল'এর ব্যাপারে আমার কি স্বার্থ বা উনি কি আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়?' উত্তরে বলেছিলাম, কর্নেল শাফায়াত জামিল'এর সাথে আমার কোন রকম আত্মীয়তার সর্ম্পকতো দুরের কথা, জীবনে দেখা বা কথাও হয় নাই। আমি শুধু বিবেকের তাড়না থেকেই লিখেছি, যাতে এই প্রজন্ম উনার সাহস আর আত্মত্যাগের কথা জানতে পারে। আর হয়তো ভবিষ্যতে কোন এক দিন, এই বাংলায় উনার মত আত্মত্যাগী ও সাহসী মানুষের জন্ম হবে, এই প্রত্যাশায়।

১২ আগষ্ট 'ডেইলী স্টার' এ সৈয়দ বদরুল আহসান'এর লেখা 'কর্নেল শাফায়াত জামিল'এর উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন এর উপর, মুক্তিযূদ্ধ এবং ৭৫ এর ঘটনাবলির সাথে জড়িত বা ওয়াকিবহাল, এই ধরনের কয়েকজনের মন্তব্য তুলে দিলাম

- **M. Emad**

Col. Shafaat Jamil, Bir Bikram, is one of Bangladesh's bravest war heroes (4th and 3rd East Bengal Regiments). In the 80's, I interviewed hundreds of freedom fighters -- Shafaat Jamil's personality impressed me the most. May God rest his soul in peace.

- **Sayed Chowdhury**

Col. Shafaat was a true soldier and one of our best freedom fighters and patriots. In July 2011, during my short visit to Bangladesh after a long gap of 14 years, I talked to him last over phone and was sad to know he had suffered from a stroke. I regret I could not find time during my hectic trip to call upon and pay my respect to him. Yesterday, before I came to know about his passing away, an unexplained thing happened to me - I suddenly remembered him and thought of making a phone call to him soon.
Unfortunately, a few hours later I came to know about his passing away.

- **Khondkar Abdus Saleque**

A true patriot, a great Bengali at heart and soul. Lucky to have met him on occasions when he, Major Hafiz and Capatin Taz formed a company called Cavaliers after leaving army. Heard some events of his bravery from Major Hafiz. Pray for the salvation of his soul.

- **Quazi Rumman Dastgir**

Sitting here in Washington, DC, I was extremely saddened by the demise of Colonel Shafaat Jamil. My Father (Major General Quazi Golam Dastgir) had called him a straight solder, which is perhaps among the highest compliments to be accorded to an army officer of such distinction.

- **Wali**

Col Shafat Jamil Bir Bikram is no more. Inna lillahe wa inna ilahe rajeun. I came in contact with him for the first time in 1973, during the rehearsals of ceremonial march past of Independence day at Manik Mian Avenue. He was the Parade Commander and I was a flight commander of Air Force contingent. I was impressed with him at the first sight! My heart had filled with pride that Bangladesh Army will go a long way in the path of developing in to a well disciplined force and democracy in Bangladesh will remain well protected with such excellent officers at the helms. People like Shafat Jamil were too few! With his demise we have lost a great human being, a true patriot and a valiant freedom fighter. May Allah rest his soul in eternal peace.

ভূল সংশোধনঃ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের আগেই শাফায়াত জামিল'এ মেজর পদে উন্নীত হন। ছাত্রজীবনে তিনি ঢাকা হলের সংসদে সহকারি ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন, যেই সংসদের সাধারন সম্পাদক ছিলেন তাহেরউদ্দীন ঠাকুর।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ victory1971@gmail.com